গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আয়কর মেলা-২০১১

১৭-২২ সেপ্টেম্বর ২০১১

অঙ্গসজ্জায় : DesH Media Communication

আয়কর মেলা-২০১১

কিছু কথা

(পূর্বের পাতার পর)

আয়োজন করা হয়েছিল। এ বছর আমরা সকল বিভাগীয় শহরেও মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছি। ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও গত বছর ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কারণ মেলাতে করদাতারা রিটার্ন দাখিল করাসহ অনেক সুবিধা একসাথে পেয়ে থাকেন। পাশাপাশি মেলাতে করদাতাদের সুবিধার্থে ফুড কোর্ট থাকবে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে যাতে করে করদাতারা একটা মেলার আমেজ উপভোগ করতে পারেন।

আয়কর মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এ ব্যাপারে বোঝানো এবং তাদের মধ্যে কর সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আমরা চাই করদাতারা স্বেচ্ছায় আয়কর অফিসে আসুক। আগে তাদেরকে নোটিশ দিয়ে আনতে হতো। কিন্তু এখন মেলাসহ অন্যান্য কার্যক্রম হাতে নেয়ায় করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অনেকেই এখন স্বেচ্ছায় আয়কর দিতে আসছেন। এটা অবশ্যই মেলা আয়োজনের একটি ইতিবাচক দিক। মেলার মাধ্যমে আয়কর সম্পর্কিত যে সকল আইন প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে করদাতাগণ জানবেন। এটা হলে অন্যের উপর তাদের যে নির্ভরশীলতা সেটা কমে যাবে এবং তারা নিজে নিজেই আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবে। অথবা তারা মেলা বা সার্ভিস সেন্টারে আসলে আমাদের লোক তাদের আয়কর রিটার্ন ফর্ম পূরণ করে দিবে। ফলে ভয়-ভীতির ব্যাপারটা যেটা আগে ছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে বলে আমাদের ধারণা এবং অদূর ভবিষ্যতে তা আরো কেটে যাবে।

গত বছরের আয়কর মেলায় করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদেরকে অভিভূত করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ বছর আমরা আরও বড় পরিসরে মেলার আয়োজন করেছি। আমরা আশা করব, এর দ্বারা করদাতাগণ অনেক উপকৃত হবেন, বাংলাদেশের কর সংস্কৃতির বিকাশ বেগবান হবে এবং আমরা একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

ঢাকাসহ বিভাগীয় মেলার স্থান

ঢাকা	অফিসার্স ক্লাব, ২৬ বেইলী রোড, ঢাকা
চট্টগ্রাম	এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম, চট্টগ্রাম
রাজশাহী	জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স, হেলেনাবাদ, রাজশাহী
খুলনা	কর ভবন চত্বর, বয়রা, খুলনা
সিলেট	স্টেডিয়ামের জিমনেসিয়াম, সিলেট
বরিশাল	বরিশাল ক্লাব অডিটরিয়াম, ক্লাব রোড, বরিশাল
রংপুর	জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টার, পৌর বাজার, রংপুর

আয়কর মেলা ২০১০ -এর

আ | লো | ক | চি | ত্র

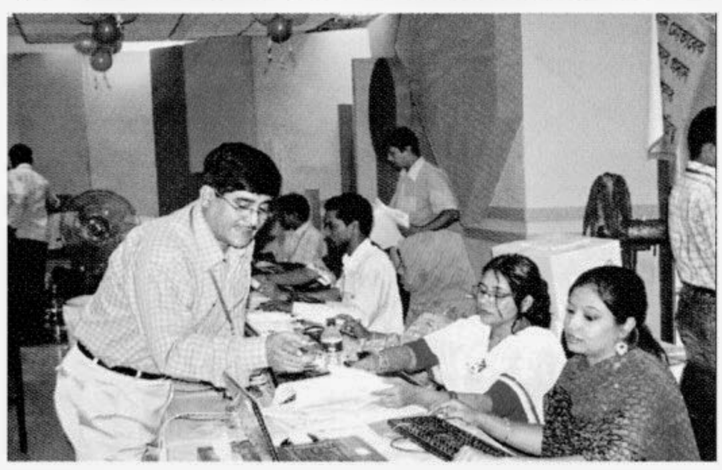

আয়কর মেলা-২০১১

(পূর্বের পাতার পর)

উক্ত সফরের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে অধিকতর কার্যকর ও করদাতা- বান্ধব করা যায় সেই সব উপায় খুঁজে বের করা। এদিকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলোর মধ্যে আয়কর মেলা অন্যতম। পুরাতন ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে নতুনভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে - মূলত এ উপলব্ধি থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর খাতের বিভিন্নমুখী সংস্কারের অংশ হিসেবে আয়কর মেলার আয়োজন করে।

আয়কর মেলার মত একটি নতুন বিষয়কে সফল ও অর্থবহ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং করদাতা ও আপামর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম আয়কর মেলা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়।

আয়কর মেলা ২০১০: একটি সাফল্য গাঁথা

২০১০ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছিল আয়কর মেলা। ঢাকার পাশাপাশি সেবার শুধুমাত্র বিভাগীয় শহর চট্টগ্রামে বসেছিল মেলার আসর। প্রথমবার হলেও দুটি ভেন্যুতেই মেলাকে ঘিরে করদাতা এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়কর মেলা ২০১০-এ ৫২ হাজারেরও বেশী আয়কর রিটার্ন জমা পড়ে এবং আয়কর বাবদ রাষ্ট্রের প্রায় ১১৩ কোটি টাকা অর্জিত হয়।

আয়কর মেলা ২০১০-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর মিডিয়া কভারেজ। স্থানীয় মিডিয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের আয়কর মেলা ২০১০। বিবিসিতে মেলার উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

আয়কর মেলা ২০১১

দেশের মানুষকে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়কর বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে আয়কর মেলা। দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে আয়কর মেলা ২০১১ যেটি ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। মেলায় পুরাতন করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং নতুন করদাতারা নিবন্ধিত হয়ে আয়কর প্রদান করতে পারবেন। বিভাগীয় শহরগুলোতে আয়কর মেলার স্থান হবে নিম্নরূপঃ

আয়কর মেলা ২০১১: কি কি থাকছে?

আয়কর মেলা ২০১১- এর ঢাকা অঞ্চলের ভেন্যু হচ্ছে ঢাকাস্থ অফিসার্স ক্লাব। এবারের মেলায় গত আসরের তুলনায় দ্বিগুণ লোক সমাগম হবে আশা করে বড় আকারের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন করদাতারা নির্দিষ্ট বুথে গিয়ে নিবন্ধিত হয়ে তাদের টিআইএন সংগ্রহ করতে পারবেন এবং একই সাথে মেলাতেই অবস্থিত ব্যাংকের বুথে গিয়ে আয়কর পরিশোধ করে তার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র নিতে পারবেন। এছাড়া যাদের টিআইএন সার্টিফিকেট রয়েছে অর্থাৎ পুরাতন করদাতারা মেলাতে তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

করদাতাদের সাহায্যার্থে মেলাতে থাকছে তথ্যকেন্দ্র যেখানে নুতন করদাতাদের পাশাপাশি পুরাতন করদাতারাও আয়কর প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়ে থাকবেন। কোন করদাতা যদি তার আয়কর নির্ণয়ে (ক্যালকুলেশন) সমস্যার সম্মুখীন হন তবে তথ্যকেন্দ্রের কর্মকর্তারা বিগত বছরের জন্য তার প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয় করে দিবেন। পাশাপাশি একজন করদাতা যদি না জেনে থাকেন যে তিনি কোন কর অঞ্চলের আওতাভুক্ত তবে তিনিও তথ্যকন্দ্রে থেকে সহায়তা পেতে পারেন।

করদাতা এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মেলায় থাকছে ফুড কোর্ট। এছাড়া দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মেলা চলাকালে কোন কোন দিন বিকেলবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।

এবারেও প্রযুক্তির ছোঁয়া

আয়কর মেলা ২০১০ এর মতো এবারের মেলাতেও আধুনিক প্রযুক্তির সমাগম ঘটবে। এনবিআর এর ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত বছরের আয়কর মেলাতে করদাতারা অটোমেটেড কিছু সার্ভিস উপভোগ করেছিল। এর একটি ছিল 'স্মার্ট কিউ ম্যানেজমেন্ট'। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মেলায় আগত একজন দর্শনার্থী কোনরূপ ভোগান্তি ছাড়াই জানতে পারবেন যে তিনি যে কাজের জন্য এসেছেন তার জন্য তাকে কোন বুথে যেতে হবে এবং উক্ত বুথে তার আগে আরো কত জন ব্যক্তি অপেক্ষা করে আছেন। 'পেয়ার্ড স্টিকার' এবং 'স্ট্যাটাস ডিসপ্লে' এই দুটি প্রযুক্তিরও সমাগম ঘটেছিলো আয়কর মেলার গত আসরে।

এবারের মেলায়ও এসকল প্রযুক্তির উপস্থিতি থাকবে। পাশাপাশি এবার গতবারের চেয়ে আরো বেশী পরিমাণ কম্পিউটার এবং কর্মকর্তা থাকবে আয়কর মেলাতে যাতে করে আরো বেশী সংখ্যক দর্শনার্থী এবং করদাতাকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

আয়কর মেলা ২০১১-এর প্রতিটি মুহূর্তই অনলাইনে লাইভ ওয়েবকাস্ট করা হবে। অর্থাৎ যে কেউ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে মেলার প্রতিদিনের কার্যক্রম ইন্টারনেটে সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি মেলার ধারণকৃত অংশ ইন্টারনেটে ভিডিও আর্কাইভে সংরক্ষিত হবে এবং মেলার সকল ভিডিও পরবর্তীতে এনবিআর এর ওয়েবসাইটের ভিডিও গ্যালারীতে পাওয়া যাবে।

পাশাপাশি আয়কর মেলা ২০১১ এর উপর অনলাইনেও নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়েছে এবং ফেসবুকে একটি ফ্যানপেইজ খোলা হয়েছে।

আয়কর বিষয়ক তথ্য কণিকা

০১.	আয়কর আহরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর অঞ্চল ও কর সার্কেল
০২.	কর আহরণকারী কর অঞ্চল	ঃ	১৮ টি
০৩.	কর সার্কেল	ঃ	৩০৩ টি
০৪.	আপীলাত কর অঞ্চল	ঃ	৫ টি
০৫.	প্রশিক্ষণ একাডেমী	ঃ	১ টি
০৬.	করদাতার সংখ্যা	ঃ	৩০,১৫,২৩২ জন
০৭.	আহরিত আয়করের পরিমাণ	ঃ	ক. ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর ১০.৩৬ কোটি টাকা খ. ২০১০-১১ অর্থ বছর ২২,৭০৯ কোটি টাকা
০৮.	প্রতি ১০০ টাকা আয়কর আহরণে ব্যয়	ঃ	০.৭৬ টাকা
০৯.	কর জিডিপি অনুপাত	ঃ	৮.৪৬%
১০.	জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু আহরিত আয়কর	ঃ	১৫১৪ টাকা
১১.	দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তি রয়েছে	ঃ	২৯ টি দেশের সাথে
১২.	ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা	ঃ	১,৮০,০০০ টাকা
১৩.	মহিলা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা	ঃ	২,০০,০০০ টাকা
১৪.	প্রতিবন্ধী করদাতার আয়ের করমুক্ত আয়ের সীমা	ঃ	২,৫০,০০০ টাকা
১৫.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট	ঃ	www.nbr-bd.org

www.nbr-bd.org

নিজের জন্য দিব কর

সৌজন্যে

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

PARTEX STAR GROUP
a legacy with a new face forward

BASHUNDHARA GROUP
For The People, For The Country

PLFS
PEOPLE'S LEASING
And Financial Services Ltd.

দৈনিক ডেসটিনি
পথ অনেক, আমরা সত্যের পথে

নয়াদেশ
আগামীর পথে ◆ THE DAILY NAYADESH

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

STAMFORD
Stamford University Bangladesh

সবার পত্রিকা
বাঙলাকথা
www.banglakothabd.com

জীবন সাজাতে সব আয়োজন
নতুন গন্তব্য
পড়বেন, না পড়লে পিছিয়ে পড়বেন